দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 23 FEB 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

সভাপতির বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির অভিযোগ

শিবির সেক্রেটারী জেনারেলসহ ২৬ কেন্দ্রীয় নেতার পদত্যাগ

স্টাফ রিপোর্টার

শিবিরের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রেজাউল করিমের স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ম ও সংগঠনের কিছু সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সেক্রেটারি জেনারেল ডা. আবদুল্লাহ আল মামুনসহ কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের ২৬ সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেছেন। গতকাল (সোমবার) রাতে তারা সিদ্ধান্তের কথা দলকে জানান বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। সূত্র জানায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সহিংস ঘটনা নিয়ে শিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল ও সভাপতির মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই বিরোধ চলছিলো। তাছাড়া এবারের সদস্য সম্মেলনের পর থেকেই শিবিরের ভেতর টানাপড়েন চলছিল। এ নিয়ে বিভিন্ন সময় সংবাদ মাধ্যমে খবরও হয়েছে। যদিও শিবিরের পক্ষ থেকে বারবার এ সংক্রান্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছিল। কিন্তু গতকাল ২৬ কেন্দ্রীয় নেতার পদত্যাগের মাধ্যমে এটা সত্যে পরিণত হলো। এই ২৬ জন কেন্দ্রীয় সভাপতি রেজাউল করিমের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। ইতিপূর্বে সভাপতির বিরুদ্ধে অনিয়ম, জালিয়াতিসহ নানা অভিযোগ ওঠে। সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ অনেক বিষয়ে একক সিদ্ধান্তের কারণে বেশ কিছুদিন ধরেই কেন্দ্রীয়

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

শিবির সেক্রেটারী জেনারেলসহ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিষদের এসব নেতা পদত্যাগের হুমকি দিয়ে আসছিলেন। পরে জামায়াতের পক্ষ থেকে এসব নেতাকে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সংসদ আমায়াতের এই ভূমিকায় সন্তুষ্ট না হতে পেরে পদত্যাগ করেছেন বলে সূত্র জানায়।

এর আগে নতুন সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর শিবিরের একটি অংশ অনাস্থা এনে তার পদত্যাগ দাবী করে। 'সেভ শিবির' নামে ই-মেইল বার্তায় তারা বিভিন্ন গণমাধ্যমে এর প্রতিবাদ জানায়। বার্তায় বলা হয়, 'আমরা বিবাহিত প্রেসিডেন্ট চাই না। আমরা চাই শিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও মেডিক্যাল থেকে ভার্জিন প্রেসিডেন্ট করুক। জামায়াত ষড়যন্ত্র করে বিশেষ করে, মুজাহিদ (আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ) শিশির মনিরকে সরিয়ে দিয়ে বিবাহিত রেজাউলকে রেখে দিয়েছে। সময় থাকতে রুখে দাঁড়ান প্রিয় সংগঠন শিবিরকে।' এতে শিবির সভাপতির বিরুদ্ধে সংগঠনের অর্থের অপচয় এবং পিএইচডিতে নকলেরও অভিযোগ আনা হয়েছে।

বিক্ষুব্ধ অংশটি শিবির সভাপতি রেজাউল করিমকে নিয়ে কয়েকটি নৈতিক প্রশ্নও তোলে। তাতে শিবির সভাপতির লেখা দুটি গ্রন্থ রচনার স্বকীয়তা ও প্রকাশনার খরচে অস্বচ্ছতার অভিযোগ তোলা হয়। সংগঠনের বায়তুলমাল (কোষাগার) থেকে তিনি প্রকাশনার খরচ নির্বাহ করেন বলে দাবী করা হয়।

ই-মেইল বার্তায় আরো অভিযোগ করা হয়, সংগঠনের টাকায় শিবির সভাপতি কলাবাগানে তার নতুন ভাড়া বাসায় দেড় লাখ টাকার আসবাবপত্র কেনেন। শিবির সভাপতির পিএইচডি অধ্যয়নেও নকলের অভিযোগ তোলা হয়। জানা গেছে, ছাত্রশিবিরের সভাপতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইসলামী সংস্কৃতির' ওপর উচ্চশিক্ষা নিচ্ছেন। সম্প্রতি তিনি 'জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয়' ও 'সংস্কারের রাজনীতি নয়, রাজনীতির সংস্কার' শীর্ষক দুটি বই লেখেন। বই দুটি প্রকাশ করেছে মগবাজারের প্রফেসর্স বুক কর্নার।

পদত্যাগকারীদের নাম জানা না গেলেও কেন্দ্রীয় পরিষদের বেশীরভাগ নেতাই এর মধ্যে রয়েছেন। ৩২ সদস্যের কেন্দ্রীয় পরিষদের মধ্য থেকে ২৬ জন পদত্যাগ করলেন।